মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্থপতি

শেখ হাসিনার মতো দক্ষ, দূরদর্শী, বিচক্ষণ, ন্যায়ের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাংলার শোষিত জনগণের জননী, সচল-সজীব, সপ্রাণ কিংবদন্তি একজন মানুষকে নিয়ে দুই লাইন লিখতে আর কার কী হয় বা কেমন লাগে সেটি আমি জানি না তবে আমার মাথায় জট লেগে যায়। এর শুরুটা কোথা থেকে করব আর শেষটা কোথায় করব তা স্থির করতে পারছি না। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাজের মূল্যায়ন হয়তো অধ্যায়ভিত্তিক আলোচিত হতে পারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু একজন সরকার প্রধান নন, তিনি শুধু একের পর এক মাইলফলক তৈরি করা মানুষ নন, কেবল মানবতার মূর্ত প্রতীক বা একটি জাতির অগ্রযাত্রার রূপকার নন, তিনি অসাধারণ এক মানুষ যার অনন্য দক্ষতা, অসাধারণ দূরদর্শিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির বিবরণ প্রকাশ করা কঠিন। এমন একজন মানুষকে নিয়ে কতভাবে কত সুদীর্ঘভাবে লেখা যায় তার হিসাব করা কঠিন। এটি আমার জন্য আরও কঠিন এজন্য যে, আমি তার ছাত্রজীবনের সহপাঠী। আমি তাকে প্রধানমন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলের প্রধান কিংবা আমার নীতি-আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতীকই নন তাকে চিনি আমি অর্ধশতক ধরে। আমার নিজের সাথে-আমাদের ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে তার অসাধারণ সব স্মৃতি আছে। এখন মাঝে মাঝে ভাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের দোতলায় প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো সেই মেয়েটির হাতে একদিন বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি করা বাঙালির একমাত্র জাতি-রাষ্ট্রটিকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার সুমহান দায়িত্ব পড়বে তা-কি তখন একবারও ভেবেছি? ঘর সংসার করে, লেখাপড়া চালিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার যে অসাধারণ মানুষটি আমাদের সহপাঠিনী ছিলেন এবং আমরা যার আচার আচরণে ভাবতেই পারতাম না যে তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা সেই মানুষটি এখনও সেদিনের মতোই আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলেন, মুখের সেই হাসিটা এখনও অমলিন এবং আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ় এই মানুষটি এই জাতিকে খাদের নিচ থেকে তুলে আনার যে সুকঠিন দায়িত্ব পালন করছেন তার বিবরণ দু-চারটি অনুচ্ছেদ বা পাতায় তুলে ধরা যাবে না। আশা করি কেউ না কেউ তার জীবনালেখ্য রচনা করে তাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন।

নতনীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এই মহান নেত্রীর ৭৪তম জন্মদিনে ছোট একটা কাজ অবশ্য আমি করেছি। তার জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে ৩২৬ পৃষ্ঠার একটি সচিত্র স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি, যা জাতীয় সংসদের স্পিকার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মোড়ক উন্মোচন করেছেন। অনুষ্ঠানে আমার ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষক ড. রফিকুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। যদি কেউ বইটির পাতা উল্টান তবে অনুভব করবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আলোচনা করা কত কঠিন কাজ। এত তথ্য, এত বৈচিত্র্যময় জীবন, জীবনের উত্থান-চ্যালেঞ্জ সেইসব মোকাবেলা করার অসাধারণ দক্ষতা ইত্যাদি খুব সহজে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবুও প্রত্যাশা করি সময় ও সুযোগ পেলে মহীয়সী এই নারীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আরও কিছু কাজ করব।

আমার এই অক্ষমতা রয়েছে যে তার দৈনন্দিন জীবনের সবটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় না। প্রতিনিয়ত সঙ্গী ছাড়া তেমন তথ্যাদি জানা সম্ভবও নয়। তাই অতীতের কিছু স্মৃতি এবং তৃতীয় সূত্রে পাওয়া কিছু তথ্যের বাইরেও দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার সম্পর্কে যা জানি তার আলোচনা করতে হলেই একটি মহাগ্রন্থ রচিত হতে পারে। বিশেষ করে তার ছাত্রজীবন, একাত্তর, একাত্তর থেকে পঁচাত্তর, পঁচাত্তর থেকে একাশি, একাশি থেকে ছিয়ানব্বই, ১৯৯৬ থেকে ২০০১, ২০০১ থেকে ২০০৮ এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার জীবন মূল্যায়ন করা কঠিনতম কাজ। বিশেষত ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা থেকে গড়ে তোলায় তার যে নেতৃত্ব ও কর্মপ্রয়াস এটির মূল্যায়ন করে যেসব ইতিবাচক শব্দগুলো জন্ম নেবে তা-ই বিশাল ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা যাবে। এর বাইরেও গত আড়াই বছরে সরকারে থেকে তাকে যতটা দেখেছি তাতে একাধিক মহাগ্রন্থ লিখেও সব বিষয় যথাযথভাবে বিস্তারিত উপায়ে প্রকাশ করতে পারব না। তবুও একটি আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে আমি একটু বলতে চাই যে, পঁচাত্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে শহীদ করে বাংলাদেশটাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান বানানোর যে জঘন্য ষড়যন্ত্র নগ্নভাবে করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই জাতির ঘুরে দাঁড়ানো বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার ▸▸

ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে অ্যাসোসিও আইটি অ্যাওয়ার্ড পান। ৩১ মার্চ ২০১০ ঢাকার একটি হোটেলে অ্যাসোসিওর চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

বাংলা গড়ে তোলা বা এই অসম্ভবকে সম্ভব করা কেবল দুঃসাধ্য ছিল না বা অসম্ভব ছিল না সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। তলাহীন ঝুড়ির দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশের রূপান্তর এবং লাঙ্গল জোয়ালের দেশ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এইসব ঘটনা ঘটতই না যদি আমাদের একজন শেখ হাসিনা না থাকতেন। জাতি হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে পঁচাত্তরের ঘাতকরা ১৫ আগস্ট বা তার পরপরও শেখ হাসিনাকে বারবার চেষ্টা করেও হত্যা করতে পারেনি। তবে শেখ হাসিনা যে তাদের পাকিস্তানিকরণ চক্রান্তের প্রধান শত্রু তা এরই মাঝে অন্তত একুশবার প্রমাণিত হয়েছে। পঁচাত্তরে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে হত্যা করা আর এখন এই একুশবারেই তাদের গর্হিত লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে হত্যা করা। ওরা বুঝেছে যে বঙ্গবন্ধু বাঙালি শোষিত জনগোষ্ঠীর জন্য যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাকে পিতার স্বপ্নের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলছেন শেখ হাসিনা। তাদের এই গাত্রদাহ এমন যে এখনও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও তাদের বাংলাদেশি দোসরদের ষড়যন্ত্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কুটচক্র বিস্তার করছে। আমার ভয়টা আরও একটু বাড়ছে এজন্য যে প্রধানমন্ত্রী এখন প্রায়ই বাঙালি জাতির অগ্রগতির ইশতেহার হিসেবে জাতির পিতার দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা বলছেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার দ্বিতীয় কারণ ছিল এটি। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার দায়ে তাদের হত্যা তালিকায় ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদেরও চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়িত করতে পারলে আজকের বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। এর ফলে বাংলাদেশবিরোধী পাকিস্তানপন্থিদের সাথে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরাও আরও যুক্ত হয়েছে। তিনি যতবার বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা বলেন আমি ততবার সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্ক অনুভব করি। আমি নিশ্চিত ওরা কোনোভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়িত করা দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চায় না। পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন বন্ধ করা থেকে শুরু করে নানাভাবে শেখ হাসিনা অদম্য যাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে তার শিক্ষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম এখনও বলেন– 'শেখ হাসিনার মধ্যে কোনো অহমিকা নেই এখনও সে আমার ছাত্রী।' প্রয়াত আনিস স্যারও বলতেন। মনে হচ্ছে আমাদের এই দুই স্যারই তাদের ছাত্রী শেখ হাসিনার বাংলা বিভাগের জীবনটাকে একদমই ভুলতে পারেননি। একটি বহুল প্রচারিত ভিডিও সবারই নজরে পড়ার কথা যেখানে প্রফেসর আনিসুজ্জামান স্যার লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটছেন আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূর্বাঘাস দিয়ে হাঁটছেন এবং তিনিই তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের চাদরটা ঠিক করে দিচ্ছেন। এসব ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন যে শেখ হাসিনা তার শিক্ষকদেরকে কী গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। আমরা সতীর্থরা '৭০ সালেই সেটি দেখছি। এটাও দেখেছি যে তিনি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে শিক্ষাজীবনটা অতিক্রম করেছেন। সেই ছাত্রজীবনের সময়টার পর '৮১ সালে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তারপর ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে তার সাথে আমার আবার দেখা হয়। আমি মহাখালীতে তাদের বাসায় একজন সাংবাদিক হিসেবে একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি নিজের হাতে চা বানিয়ে কেবল সাক্ষাৎকার দেননি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অসাধারণ স্মৃতিগুলো রোমন্থন করেন। দেখেছি অতি মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ হিসেবে মহাখালীর সরকারি বাসভবনে একজন পরমাণু বিজ্ঞানীর স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবে কতটা সাধারণ জীবন-যাপন করেছেন ও কত সরলভাবে নিজের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছিলেন।

আমরা যখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের দ্বারপ্রান্তে তখন একটু হিসাবে করতেই হচ্ছে যে স্বাধীনতার পরপরই যে দেশটাকে তলাহীন ঝুড়ির দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই দেশটিকে কী অসাধারণ দক্ষতা ও দূরদর্শিতায় একটি উন্নয়নমুখী দেশে রূপান্তরের পথে যাত্রা শুরু করিয়েছিলেন। ভাবুন তার হাতে আইটিইউ-ইউপিইউর সদস্যপদ লাভের কথা। স্মরণ করুন ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন তিনি বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ, ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। তবে একটি কথা বলতেই হবে যে, জাতির পিতা সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করে দেশটির প্রকৃত গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। বস্তুত ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করেন। যারা মনে করেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, রোবটিক্স, আইওটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বা পঞ্চম-ষষ্ঠ বিপ্লব তারা ভুল করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা– প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় সুখী, সমৃদ্ধ উন্নত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু এই সোনার বাংলার স্বপ্নটা এই জাতিকে দিয়ে গেছেন।

স্মরণে রাখুন পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে ও জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করার পর আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহ একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার ৬ বছর পর শেখ হাসিনা পোড়ামাটিতে চারাগাছ রোপণের কাজ দিয়ে তার বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের শুরু করেন। '৮১ থেকে সুদীর্ঘ পনেরো বছর লড়াই করে '৯৬ সালে তিনি যখন জাতির পিতার দেশটি পরিচালনার দায়িত্ব পান তখন সেটিকে

পাকিস্তান বানানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে। একদিকে উল্টা করা পার্টিকে সোজা করা, নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা ও অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটিকে উদ্ধার করার কঠিন লড়াইয়ে তিনি জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। আমি শ্রদ্ধার সাথে তার একটি সুমহান কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যে– তিনি পিতা, মাতা, ভাই, ভাবি ও আত্মীয়স্বজনসহ পঁচাত্তরের ঘাতকদের বিচারসহ একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার করেন। ইতিহাসে এটি এক অনন্য নজির।

আমি একটু স্মরণ করতে চাই যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাটি কোন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা করেন। তার প্রথম পাঁচ বছরের শাসনকালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করুন। '৯৬ সালে তিনি ভি-স্যাট ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে অনলাইন ইন্টারনেট যুগকে সামনে চলার মহাসড়ক নির্মাণ করে দেন। একই সাথে তিনি একটি মোবাইল অপারেটরের বদলে আরও চারটি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স দিয়ে বাংলাদেশে মোবাইলের স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তিনি '৯৮-৯৯ সালের বাজেটে ঘোষণা করেন। তিনি কমপিউটারের ওপর থেকে সব শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করেন। সেই সময়েই তিনি কমপিউটার শিক্ষার সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ২০০১-এর পর বাংলাদেশের অগ্রগতির যাত্রা আবার থামিয়ে দেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে আবারও পাকিস্তান বানানোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ওই সময়ে সাত বছরে বাংলাদেশের পায়ের পাতাকে উল্টোদিকে ঘুরানোর চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে পাঁচ বছরে শেখ হাসিনা যতটা ইতিবাচক রূপান্তর করেছিলেন তাকে পেছনে নিয়ে যাওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়।

এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার দরকার যে, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই কন্যা ও বাংলা মায়ের সেই মহীয়সী নারী যিনি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। সেই কারণে তিনটি শিল্পবিপ্লবে যোগ দিতে না পারা দেশটিতে অন্তত তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে শরিক করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেন। সম্ভবত এটিও উল্লেখ করা দরকার যে, তিনিই বাংলাদেশের প্রথম রাজনীতিক যিনি নিজে কমপিউটার ব্যবহার করেন। তার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের সহায়তায় তিনি সেই আশির দশকে নিজে কমপিউটার ব্যবহার করে এমনকি দল পরিচালনা করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি তাকে বাংলা টাইপ করা শিখিয়েছিলাম। স্মরণে রাখা দরকার, তিনিই দেশের প্রথম রাজনৈতিক দলের নেত্রী যিনি দলের জন্যও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালান। হাজার হাজার বছর উপনিবেশ থাকা ও বিদেশিদের মাধ্যমে লুণ্ঠিত হওয়া একটি ভূখণ্ড অগ্রগতির সোপানে পা রাখার যে স্বপ্ন বাঙালি বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে দেখেছিল-বিজয়ী হয়েছিল, সেই দেশটির ৫০ বছরের ইতিহাসের ২৯ বছরই একাত্তরের পরাজিত শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় আমাদের সামনে চলা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে বাংলাদেশের আজকের অবস্থান বস্তুত বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের সাড়ে তিন বছর ও শেখ হাসিনার শাসনকালের ১৬ বছরের শাসনকালের। বিশেষ করে তিনি ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করার পর ২০০৯ সাল থেকে দেশটির যে রূপান্তর ঘটাতে থাকেন তার ফলে বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল দুনিয়ার একটি বিস্ময়ের নাম। একদিকে তিনি কৃষি-শিল্প উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, মানবসম্পদের দেশে-বিদেশে কার্যকরভাবে ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যক্তি, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে তার রূপকল্প একুশ, এসডিজি গোল ২০৩০, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা ৪১ অথবা ডেল্টা প্লান ২১০০ পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে তিনি বঙ্গবন্ধুর কেবল জেনেটিক উত্তরাধিকারী নন, বরং তিনিই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্থপতি। আমরা যখন এই মহান মানুষটির ৭৪তম জন্মদিন পালন করছি তখনই ২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে তিনি একটি অসাধারণ ভাষণ দেন, তার ভাষণ সম্পর্কে ডিজি বাংলার প্রতিবেদনটির অংশবিশেষ তুলে ধরছি– 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট উদীয়মান চাকরির বাজার বিবেচনা করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ডিজিটাল অ্যাকাডেমি এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতির স্থপতি, তিনি দেশকে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘাতকরা সে সুযোগ দেয়নি। তার স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে– এ ছবিটি তারই একটি রূপ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ডিজিটাল সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের অপেক্ষায় রয়েছি।'

তিনি বলেন, 'যেহেতু আমরা বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, কাজেই আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এই রূপান্তরিত যাত্রার কেন্দ্রে রাখতে চাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যারই ন্যূনতম ইন্টারনেট প্রবেশগম্যতা নেই। সে শূন্যতা পূরণ করতে হবে।'

সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সাইডলাইনে 'ডিজিটাল সহযোগিতা : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অ্যাকশন টুডে' শীর্ষক একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কভিড-১৯ মহামারী ডিজিটাল পরিষেবার শক্তিকে উন্মোচিত করেছে এবং ডিজিটাল বিভাজনকেও প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশে তার সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প নির্ধারণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশনের

(বাকি অংশ ১৩ পাতায়) ▸▸